1. The Hanumans of India
১. ভারতের হনুমানেরা

ভারতীয়রা তাদের কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে। প্রথম চমকটা ছিল তখন, যখন আমরা পরীক্ষামূলকভাবে অফিসে একটা কম্পিউটার চালু করেছিলাম। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট একদিনেই ২৫ পৃষ্ঠা টাইপ করে ফেলল—অথচ টাইপরাইটারে তারা সাধারণত দিনে ৫–৬ পৃষ্ঠার বেশী করতে পারত না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, এটা হয়তো কোনো ব্যক্তির অসাধারণ দক্ষতার উদাহরণ, কিন্তু যখন আমি পিজিপি-এর ইনটেক ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ১০৫ করলাম, তখন দেখলাম অশিক্ষক কর্মীদের সংখ্যা একই থেকে গেছে কিন্তু ডুপ্লিকেটিং রুম থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিস, প্লেসমেন্ট অফিস, পিজিপি-এর অফিস, লাইব্রেরি, এমনকি অ্যাকাউন্টস অফিস—প্রত্যেকটা বিভাগেই কাজের চাপ তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি শিক্ষক কর্মীদের মধ্যেও অনুষদ সদস্যের সংখ্যা ২২ থেকে সামান্য বেড়ে ২৪ হয়েছিল (যদিও প্রথম বছরে এটা ২২ থেকে কমে ২০ হয়েছিল)।

যেন সেটা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না, যখন আমি আইআইএম কোঝিকোড়ে পৌঁছালাম, তখন আমি দেখেছিলাম পিজিপি-এর ইনটেক যখন ৬০ ছিল, তখন অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩০; এবং পিজিপি-এর ইনটেক বেড়ে ১২০, ১৮০ এমনকি ২৬০ হওয়ার পরেও অশিক্ষক কর্মীদের সংখ্যাটা একই থেকে গিয়েছিল। তাই, আমি দেখেছিলাম—এই ৩০ জন অশিক্ষক কর্মী ৩০-৬০-১২০-১৮০-২৬০-এর এই পুরো পরিসরের পিজিপি ইনটেকটা সামলাতে পারছে। অনুষদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই ছিল। যখন আমাদের ইনটেক ৬০ ছিল, তখন অনুষদ সদস্যদের সংখ্যা ছিল ২০; যখন ১২০ ছিল, তখন এটা বেড়ে ২৪ হয়েছিল; যখন ইনটেক ১৮০ তে উঠেছিল তখন এটা একই ছিল (প্রকৃতপক্ষে প্রথম বছরে এটা কমে ১৭ হয়ে গিয়েছিল); এবং ইনটেকের সংখ্যা যখন ২৬০-তে উঠেছিল, তখন এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল মাত্র ২৮। এই অনুষদ সদস্যের শক্তি সাধারণ এমডিপিএস এবং সম্মেলন পরিচালনা করার পাশাপাশি অনলাইন প্রোগ্রামগুলোতে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীর, প্রায় দশ সপ্তাহব্যাপী অনুষদ উন্নয়ন প্রোগ্রামের (উভয় ক্ষেত্রেই ইনস্টিটিউট লিডার তৈরি করা)ভার নিয়েছিলেন । কোন পর্যায়ে তাদের পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়েছিল? আমি জানি না।

কিন্তু আমার উপসংহার হলো এটাই যে কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা অসাধারণ। অনেক সময় আমরা চ্যালেঞ্জ সেট করি না । সত্যি কি ভারতীয়রা হানুমান? আমরা কি কখনও তাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব? আমার কাছে এটা নেতৃত্ব এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থেকে গেছে।

(দ্য হিন্দু, ১২ই মার্চ, ২০১৭)